ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR. 03 2000
পৃষ্ঠা ২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্বাভাবিক করণে সিন্ডিকেট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভা ১ এপ্রিল, ২০০০ তারিখ বেলা ১০-৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে উপাচার্যের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত আবেদন প্রচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।:

"গত ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত এক দুঃখজনক সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষাপটে ১৬ জানুয়ারি ২০০০ সাল হতে রমজানের ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম অচল রয়েছে। পরীক্ষাসমূহ স্থগিত রয়েছে। এমনকি লিখিত পরীক্ষার পর অনেক বিভাগের মৌখিক পরীক্ষাসমূহ স্থগিত হওয়ার ফলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এক চরম অনিশ্চয়তা ও হতাশার সম্মুখীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমে এই অচল অবস্থার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনও হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত, যার ফলে অভিভাবকরা মারাত্মকভাবে উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষায়। ভর্তি পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে।

১৯ ডিসেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য দায়ী ও দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। উপরন্তু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত সকল হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্তের জন্য সিন্ডিকেট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে লিয়াজোঁ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনাসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়ে সংগঠিত সকল সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর পাশাপাশি সিন্ডিকেট দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিও সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। ১৬ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে ক্যাম্পাসে বসবাসরত শত শত শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ২৮টি বিভাগ ও ৩টি ইনস্টিটিউটে প্রায় ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। জাতি কতদিন এই ধরনের ক্ষতি বহন করবে তা ভেবে দেখার জন্য সিন্ডিকেট দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে প্রশ্ন রাখছে। সিন্ডিকেট আশা করে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর স্বার্থে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক এবং মুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান করতে এগিয়ে আসবেন।"

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

এসডি-১৩৬/২০০০ (৬"X৩)

26